মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি’র সেজো ভাই শহিদুল আলমের মৃত্যু

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি’র সেজো ভাই শহিদুল আলম মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

গতকাল সোমবার (৭ নভেম্বর) দিবাগত রাত পৌনে ১০টায় রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে মারা যান। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদফতরে সুনামের সাথে পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ কন্যা ও ১ পুত্রসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

শহিদুল আলমের মৃত্যুতে কুষ্টিয়ায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ গভীর দুঃখ ও সমবেদনা জানিয়েছেন। কুষ্টিয়া-১ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আ. কা. ম. সারোয়ার জাহান বাদশা, কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ, কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক এহেতেশাম রেজা, পুলিশ সুপার এ এইচ এম আব্দুর রকিব, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আজগর আলী, কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলী, জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি হাজী রবিউল ইসলাম, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি রাশেদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা, সাংবাদিক ইউনিয়ন কুষ্টিয়ার সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান, জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শেখ আবু সাইদ, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট অনুপ কুমার নন্দী, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট আ. স. ম আখতারুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক রেজাউল হক,শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি তাইজাল আলী খান, সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান আতা, বিএমএ কুষ্টিয়ার সাধারষ সম্পাদক ডা. আমিনুল হক রতন, জেলা কৃষকলীগের সভাপতি মকবুল হোসেন লাবলু, জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, ব্যারিস্টার গৌরব চাকী, জেলা বাস মালিক চালক সমিতির সভাপতি আক্তারুজ্জামান, জেলা যুবলীগের সভাপতি রবিউল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল ইসলাম স্বপন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ইয়াসির আরাফাত, সাধারণ সম্পাদক মানব চাকী, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আতিকুুর রহমান অনিক, সাধারণ সম্পাদক শেখ হাফিজ

চ্যালেঞ্জ প্রমুখ।

শহিদুল আলমের মৃতু্তে মেহেরপুর থেকে বিভিন্ন জন শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন। মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক, জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, অনলাইন ইনচার্জ খান মাহমুদ আল রাফি।

শোক বার্তায় বিশিষ্টজনেরা প্রয়াত শহিদুল আলমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানান।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফের বাবা আফছার আলী ও রত্নগর্ভা মা রহিমা বেগম পাঁচ ছেলে ও চার মেয়ের জনক-জননী। পাঁচ ভাই হলেন: রবিউল আলম, রশিদুল আলম, শহিদুল আলম, রফিকুল আলম এবং সবার ছোট মাহবুবউল আলম হানিফ।

মাহবুবউল আলম হানিফের মেজো ভাই আওয়ামী লীগের সংসদীয় বোর্ডের সদস্য রশিদুল আলম। তিনি একজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা।

মাহবুবউল আলম হানিফ ২০১০ সাল হতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ সহকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০৯ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৮তম কাউন্সিলের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদ লাভ করেন। পরবর্তীতে ২০১২, ২০১৬ ও ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত ১৯, ২০ ও ২১তম কাউন্সিলেও তাকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে পুনঃ দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ২০২২ সালে আওয়ামী লীগের ২২তম কাউন্সিলের মাধ্যমে পুনরায় কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং বর্তমানে এই দায়িত্ব পালন করছেন তিনি।

দর্শনায় জামায়াত-বিএনপির

অগ্নিসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা

দর্শনায় জামায়াত- বিএনপির অগ্নি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের প্রতিবাদ সভা অনুষ্টিত হয়েছে।

আজ রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড চৌরাস্তার মোড়ে এ প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন,দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আলী মুনছুর বাবু,দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী,দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বিল্লাল হোসেন,দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট, সহ সম্পাদক মান্নান খাঁন,আব্দুস সালাম ভুট্ট মামুন শাহ,হবা জোয়াদ্দার, দর্শনা কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি নাহিদ পারভেজ,সাধারন সম্পাদক তোফাজ্জেল হোসেন, তপু,লোমান,মিল্লাত,প্রমুখ।

বক্তরা বলেন,নির্বাচন বানচাল করার জন্য গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। অগ্নি সন্ত্রাস করে মানুষের জান মালের ক্ষতি করছে জামায়াত বিএনপি। তাদের অরাজগতা রুখে দিয়ে সন্ত্রাসীদের আইনের হাতে তুলে দিতে হবে। জামায়াত বিএনপির অগ্নি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনগনের সাথে নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে। দেশ ও মানুষের বৃহত্তর স্বার্থে আগামী নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে ক্ষমতার আসনে বসাতে হবে আওয়ামীলীগকে।

ঝিনাইদহে গাড়ী পুড়লে ক্ষতিপুরণ তাদেরকেই দিতে হবে- সাইদুল করিম মিন্টু

বিএনপি ও জামায়াতের চলমান অবরোধ কর্মসূচীতে ঝিনাইদহে যদি কোন গাড়ী পোড়ায় তবে তার ক্ষতিপুরণ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন ঝিনাইদহ

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু।

গতকাল শনিবার বিকালে বিএনপি ও সমমনা দলের ডাকা অবরোধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

সাইদুল করিম মিন্টু বলেন, সন্ত্রাসী দল বিএনপি দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। প্রতিনিয়ত যানবাহনে আগুণ দিচ্ছে। তারা শান্ত দেশতে অশান্ত করার পায়তারা করছে। তাই আমরা ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগ রাস্তায় আছি। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বিএনপির এই নৈরাজ্য প্রতিরোধে সার্বক্ষণিক মাঠে আছে।

তিনি আরও বলেন, আপনার যারা ব্যবসা করেন তারা নিশ্চিতে দোকান-পাট খুলে ব্যবসা করতে পারেন। আপনাদের কোন প্রকার ক্ষতি আমরা হতে দিব না। আর যারা পরিবহণ ব্যবসা করেন তাদের উদ্দেশ্যে বলি, নিশ্চিন্তে আপনার গাড়ি চালান। ঝিনাইদহে বিএনপি যদি গাড়ী পোড়ায় তার ক্ষতিপুরণ আমি দেব। তবুও আপনারা গাড়ী চালান। কারণ মানুষের খুবই ভোগান্তি হচ্ছে।

জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে দুপুরে শহরের পায়রা চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলের নেতৃত্ব দেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও, জেলা আওয়ামী লীগের নেতা আব্দুল মালেক, এ্যাড. ছালমা ইয়াসমিন জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি শাহরিয়ার করিম রাসেল, সাধারণ সম্পাদক রানা হামিদসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

যুক্তরাষ্ট্রকে পাত্তাই দিচ্ছেন না শেখ হাসিনা

কারোর চোখ রাঙানি সহ্য করবেন না শেখ হাসিনা। পাত্তাই দিলেন না যুক্তরাষ্ট্রকে। উল্টে কড়া হুঁশিয়ারি। হত্যাকারীদের সাথে কোন

সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠা করেছেন গণতন্ত্র। সেখানে কোনো আঁচ আসতে দেবেন না। ভারত, কানাডা, ইংল্যান্ড সহ সংসদীয় গণতান্ত্রিক দেশে যেভাবে নির্বাচন হয়, বাংলাদেশেও ঠিক সেটাই হবে।

শেখ হাসিনা তীব্র জবাবে পাল্টা প্রতিক্রিয়া যে আসবে তা আশাই করা যায়। অপরদিকে বিএনপি তোপ দাগছে আওয়ামী লীগের উপর। যদি সুষ্ঠু সমাধান না হয় তাহলে নির্বাচন কিভাবে শান্তিপূর্ণ হবে? এটা সত্যি চিন্তার বিষয়। শাসক দল আর বিরোধী দলের মধ্যে বাকবিতণ্ডা, দ্বন্দ্ব একেবারেই নতুন নয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আয়োজনে জেল হত্যা দিবস পালিত

যথাযথ মর্যাদায় নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গতকাল ৩রা নভেম্বর জেল হত্যা দিবস পালন করেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী যুবলীগ।জেলা আওয়ামী যুবলীগের আহ্বায়ক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দারের নেতৃত্বে সকালে নানা কর্মসূচি পালিত হয়।

প্রথমে গতকাল শুক্রবার সকালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্বস্ত সহচর, কারা অভ্যন্তরে ঘাতকের নির্মম বুলেটে শহীদ জাতীয় চার নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে চুয়াডাঙ্গা শহরের একাডেমি মোড় সংলগ্ন মোহাম্মদী শপিং কমপ্লেক্সে জেলা যুবলীগের কার্যালয়ে শোক-কালো পতাকা উত্তোলন, জাতীয় ও দলীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। এরপর নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার, সামসুদ্দোহা মল্লিক হাসু ও জেলা যুবলীগের নেতৃবৃন্দ জাতীয় সংগীতের সাথে সাথে পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর শহীদ জাতীয় চার নেতার প্রতি শ্রদ্ধায় পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। এরপর শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর বিকেলে জেলহত্যা দিবস উপলক্ষে জেলা যুবলীগ কার্যালয়ে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী যুবলীগের আহ্বায়ক ও

জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার। জেলা যুবলীগের যুগ্ন-আহবায় সামসুদ্দোহা মল্লিক হাসুর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী যুবলীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সাজেদুল ইসলাম লাভলু, আজাদ আলী, হাফিজুর রহমান হাপু, আবুবক্কর সিদ্দিক আরিফ, আলমগীর আজম খোকা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবলীগের যুগ্ন-আহ্বায়ক, খাসকররা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান তাছফির আহমেদ মল্লিক লাল।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুবলীগ নেতা পীরু মিয়া, শেখ শাহী, বিপুল জোয়ার্দ্দার, টিটু, জুয়েল জোয়ার্দ্দার, ছাত্রলীগের সাবেক নেতা রামীম হোসেন সৈকত, দিপু বিশ্বাস, তানভীর রেজা টুটুল,পৌর ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি সানিউল শেখ সুইট, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য শেখ রাসেল, জেলা ছাত্রলীগের সার্বিক সদস্য খালিদ মন্ডল, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৩ নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি রানা, সাধারণ সম্পাদক খানজাহান আলী, ৫ নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি আব্দুল আলিম, সহ-সভাপতি জুয়েল, ৭ নং যুবলীগের সভাপতি আসাদুর রহমান আসাদ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হামিদ বিপ্লব, সাংগঠনিক সম্পাদক আলতাব, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম, মোমিনপুর ইউনিয়ন যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোমিন, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ছোট, বঙ্গ, শিমুল, মুনাজাতে, মিন্টু, মোমিন, বাবু, লিপ্টন, রাজন, মাফুজ, পারভেজ, সেফাত, হাসিব, আবির, তন্ময়, জনি, সিকদার, সাব্বির, জিতু, জিনারুল, বিপ্লব, শাহিন, লাল্টু, নাইম, জাহাঙ্গীর, রুবেল, তানজিল, সঞ্জু, বাচ্চু, জাহিদ, সাকের, আরাফাত, রসূল, রতন, রজত, রনি, ইমরান, সোহেল, তুষার, সোহান, আলামিন, ইয়াসিন, রবিন, নয়ন, নাজমুল, ছাত্রলীগ নেতা ইমরান ফেরদৌস, নোমান, সাহেদ, সাকিব, বিপুল, আলী, তানজির, মিশা, কাফি, ছাত্রলীগ নেতা ইমাদ ওয়াসিম, শাকিল, সাব্বির, জিম, আরিন, জুয়েল, সবুজ, কবির, শরিফুল, হৃদয়, শরিফ, রুবেল, শাকিল সহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ।দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন নতুন এস্টেডিয়াম জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মোঃ ওমর ফারুক।

জনগণের ভাত ও ভোটের অধিকার নিশ্চিত করতে নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ‘নির্বাচন বানচাল করতে বিএনপি চক্রান্ত করছে। কিন্তু আমাদের শক্তি জনগণ। বারবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে, শত বাধা অতিক্রম করে জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার নিশ্চিত করেছি। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে যেন বাংলাদেশ এগিয়ে যেতে পারে। এদেশের মানুষের নির্বাচন কেউ বানচাল করতে পারবে না।’

গতকাল শুক্রবার জাতীয় চারনেতার হত্যা দিবস স্মরণে আয়োজিত আলোচনাসভায় বক্তৃতাকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন।

শেখ হাসিনা বলেণ, ‘ওরা নানাভাবে অপচেষ্টা করবে। আওয়ামী নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। ভোটের অধিকার যেনো নিশ্চিত থাকে, শান্তিপূর্ণভাবে ভোট যেন দিতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তারা যদি নির্বাচনে আসেও সেটা নমিনেশন বাণিজ্যের জন্য আসবে। মানুষের জানমাল যেনো ক্ষতি না করতে পারে সেই সুরক্ষা দিতে হবে। এটাই আওয়ামীলীগের দায়িত্ব।’

তিনি জাতীয় চারনেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, ‘যে রক্ত দিয়ে লাখো শহীদ স্বাধীনতা এনে দিয়েছে, নির্যাতিত মা বোন, জাতির পিতার হত্যাকাণ্ড, চার নেতার হত্যা, হাজার হাজার নেতাকর্মী যারা সংগ্রাম করতে গিয়ে জীবন দিয়েছেন তাদের কথা স্মরণে রেখে জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করে গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।’ প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘অনেক সংগ্রাম, অনেক রক্ত, অনেক ত্যাগের বিনিময়ে এদেশ স্বাধীন হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ২৫মার্চ গণহত্যা শুরু পরেরই স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। এর আগে ৭ মার্চ তিনি ভাষণে বলেন- যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। সেই নির্দেশনা মেনে এদেশের মানুষ যুদ্ধে যায়। জাতীয় ৪ নেতাসহ সব নেতাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে। সেটা করেই আমরা জয় লাভ করি। দুর্ভাগ্য যে ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যা করা হয়। এরপরেই কারাগারে ৩ নভেম্বর

চারনেতাকে হত্যা করা হয়।’

এই হত্যাকান্ডের পিছনে ছিলো খুনি মোস্তাক জানিয়ে আওয়ামী লীগের সভাপতি বলেন, খুনিচক্রের মুল শক্তি ছিলো জিয়াউর রহমান। সেনাবাহিনীতে উপসেনাপ্রধান হিসেবে যাকে রাখা হয়েছিল সেই ছিলো এই ষড়যন্ত্রে সক্রিয়। মোস্তাক টিকতে পারেনি, জিয়া ক্ষমতায় চলে আসে। এরা চক্রান্ত করে জাতির পিতাকে হত্যা করেছে।’
বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন, ‘আজকের বিএনপির অগ্নিসন্ত্রাস, তাদের যে বিভৎস চেহারা, পিটিয়ে পুলিশ হত্যা করা এসব এই প্রথম হলো তা না। ২০১৩ তে, ২০১৫তে ঘটিয়েছে। হাজার হাজার মানুষকে অত্যাচার করে, আটক রেখে আগুন দিয়েছে। ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। অগ্নি সন্ত্রাসে যে যেখানে থাকুক, যেই আগুন দিবে সাথে সাথে তারে প্রতিরোধ করতে হবে। এখন আবার অবরোধ দিয়েছে। এর আগেও দিয়েছিল। অফিসে বসে থেকে শেষমেষ তারাই অবরুদ্ধ হয়েছিলো। মানুষ অবরোধ মানে নাই।’

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ‘বিএনপির চেয়ারপার্সন এতিমের টাকা মেরে নেওয়ার মামলায় সাজাপ্রাপ্ত। তার বোন ভাই দেখা করেছে, সাজা স্থগিত করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি। কুলাঙ্গার পয়দা করে রেখে গেছে জিয়াউর রহমান। বাংলাদেশকে অস্ত্র চোরাচালানের স্বর্গরাজ্য গড়ে তুলেছিলো। মানি লন্ডারিং মামলায় সাজাপ্রাপ্ত সে। ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামরায় সে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত সন্দেহ নেই। খালেদা জিয়া বলেছিলো, আওয়ামীলীগ একশবছরেও ক্ষমতায় যেতে পারবে না। এটা বলতে পেরেছিলো তা বুঝা যায়। আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ বানিয়ে দিয়েছি আর সে ওখানে থেকে জ্বালাও পোড়াও নির্দেশ দেয়। এরা কিসের রাজনীতি করে? এরা মানুষ পুড়িয়ে রাজনীতি করে? কার স্বার্থে রাজনীতি করে? আমরা জনগণের সমর্থন নিয়ে সরকারে এসেছি। ওয়াদা দিলে ওয়াদা রাখব।’

মুজিবনগরে জেল হত্যা দিবসে স্মৃতিসৌধ ও বঙ্গবন্ধুর

প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

মুজিবনগরে ৩রা নভেম্বর জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স স্মৃতিসৌধ এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পনকরে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন উপজেলা যুবমহিলালীগ ও উপজেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগ।

দিবসটি উপলক্ষে শুক্রবার সকালে দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা যুবমহিলা লীগের সভাপতি তকলিমা খাতুন ও সাধারণ সম্পাদক তহমিনা খাতুনের নেতৃত্বে যুব মহিলা লীগ এবং উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মতিউর রহমান মতিন এবং সদস্য সচিব আইয়ুব হোসেনের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকলীগ মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ ও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে।

পরে সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় ১ মিনিট নিরবতা পালন এবং দোয়া করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা শাহ ওয়ালিউল্লাহ সোহাগ, আওয়ামী লীগ নেতা হাসানুজ্জামান লালটু, জহির উদ্দিন, বাগোয়ান ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ইশতিয়াক আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক সোহাগ, দারিয়াপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি শাহজাহান সিরাজ দোলন, সম্পাদক লিংকন, মোনাখালী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আবু নাঈম ডালিম, সম্পাদক আলাউদ্দিনসহ যুব মহিলা লীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা কর্মীবৃন্দ।

মুজিবনগরে জেল হত্যা দিবস পালন

৩ রা নভেম্বর স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ট সহচর মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক জাতীয় চার নেতার জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল করেছে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগ।

শুক্রবার বিকেলে উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতার সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন,
মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মজিবার রহমান মধু, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মোস্তাকিম ইসলাম খোকন কমান্ডার, জেলা মৎস্য লীগের সাধারণ সম্পাদক আসকার আলী, মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি জাহিদ হাসান রাজীব,সম্পাদক শাহিনুর রহমান মানিক, উপজেলা ইয়াং বাংলার যুগ্ন আহবায়ক, যুবলীগ নেতা হাসানুজ্জামান লাল্টু, বাগোয়ান ইউনিয়ন ৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি ওয়ার্ড সদস্য রকিব উদ্দিন, ৪ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আঃ সামাদ।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা সকল ওয়ার্ডের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, সহযোগী ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মী বৃন্দ। আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মতিউর রহমান মতিন।

৩রা নভেম্বর জাতীয় ৪ নেতা সহ সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

গাংনীতে অবরোধ প্রতিরোধে সাগরের মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা

মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপি জামাতের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী ডা. এ এস এম নাজমুল হক সাগরের নেতৃত্বে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা ও শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে গাংনী উপজেলার বামন্দি থেকে বাঁশবাড়িয়া

পর্যন্ত প্রধান সড়কে এ শোভাযাত্রা করেন তিনি।

শোভাযাত্রায় প্রায় সাড়ে ৪ শতাধিক মোটরসাইকেলসহ কয়েকটি মাইক্রোবাস প্রদক্ষিণ করে গাংনী বাসস্ট্যান্ডের শহীদ রেজাউল চত্বরে গিয়ে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রাটি শেষ হয় ।



সংক্ষিপ্ত সমাবেশে নাজমুল হক সাগর বিএনপি ও জামায়াতের বিরুদ্ধে হরতাল অবরোধের নামে অগ্নি সন্ত্রাস নৈরাজ্যের প্রতিবাদে বক্তব্য প্রদান করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সেলিনা আক্তার বানু, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশারফ হোসেন, মটমুড়া ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি ইশতিয়াক আহমেদ চঞ্চল, বামুন্দী ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি জিয়ারুল হক, উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি রিপন, জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি শাহাজান আলী, উপজেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি তরিকুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্না, মটমুড়া ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি লিখন সহ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

বিএনপির নৈরাজ্যের প্রতিবাদে কুষ্টিয়ায় তাঁতী লীগের বিক্ষোভ সমাবেশ

কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আজগর আলী বলেছেন,দেশে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য করতে বিএনপি-জামায়াতের

অগ্নি সন্ত্রাসীরা আবার মাথানাড়া দিয়ে উঠছে। তারা বিভিন্নস্থানে অরাজকতার সৃষ্টি করে দেশের উন্নয়নে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে।

বৃহস্পতিবার(২ নভেম্বর) সকালে জেলা আওয়ামীলীগের কার্যালয়ের সামনে তাঁতীলীগের আয়োজনে বিএনপির অগ্নিসন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রতিবাদে মোটরসাইকেল র্যালী ও বিক্ষোভ মিছিল শেষে সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, বিএনপি-জামায়াত আগামী জাতীয় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন বানচাল করতে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। তারা আগুন সন্ত্রাস সৃষ্টি করে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। তাদের সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে আওয়ামী লীগসহ অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা এইসব আগুন সন্ত্রাসীদের প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত ও সোচ্চার আছে।

এরআগে জেলা তাঁতী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশীদ ও সিনিয়র যুগ্ম সাধারন সম্পাদক বিপুল হোসেনের নেতৃত্বে শহরতলীর বটতৈল থেকে মোটরসাইকেল র্যালী বের করা হয়। এটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে বড় বাজার হয়ে জেলা আওয়ামীলীগের কার্যালয়ে এসে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এ ছাড়াও এ সময় দেশের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থীকে বিজয়ী করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন নেতৃবৃন্দ।

এ সময় তাঁতী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।